যুগান্তর

তারিখ 21 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬-৭

ডেটলাইন রংপুর

কলেজছাত্রীদের সামনে শুধুই অন্ধকার!

মাহবুব রহমান *রংপুর থেকে*

নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে রংপুরের ঐতিহ্যবাহী কারমাইকেল কলেজে ছাত্রীদের ওপর বর্বর হামলা চালানো হয়। ১৯ নভেম্বর রংপুরের সরকারি বেগম রোকেয়া মহিলা কলেজের ছাত্রীদের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটে। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, উত্তরের এই জেলার কলেজছাত্রীরা কি স্বাভাবিকভাবে পড়াশোনা করতে পারবে না? নাকি বেগম রোকেয়ার জন্মস্থানে নারীদের পিছিয়ে দেওয়ার জন্য এ কোনও চক্রান্ত? পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করে এমন চিন্তাই সচেতন মহলে দেখা যাচ্ছে।

আলোচনার শুরু যেভাবে

গত ১২ অক্টোবর ভোর অনুমান চারটার সময় বেগম রোকেয়া ছাত্রী হলের তিন তলায় একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী হলের কলাপসিবল গেট বাঁকা করে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা সোজা তিন তলায় উঠে পড়ে। এরপর তারা বিভিন্ন রুমের দরজা ভাঙার চেষ্টা করে। এ সময় হলের ৩৯ নম্বর কক্ষের দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী শিউলী আক্তার বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠে এবং তখন সে দেখতে পায় ৬-৭ জনের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদল তৃতীয় তলায় বিভিন্ন কক্ষের দরজায় আঘাত করছে। সে তখন ভয়ে চিৎকার করলে সন্ত্রীরা তার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে, শিউলী ওই আঘাত বাম হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করে। এতে তার বাম হাতের কব্জিসহ কয়েকটি শিরা কেটে যায়। প্রচুর রক্তক্ষরণে সে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এসময় সন্ত্রাসীরা আরও কয়েকজন ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করে। এ সময় অন্যান্য কক্ষের ছাত্রীরা জেগে উঠে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় ৪০ মিনিট ধরে চিৎকার করলেও নাইটগার্ড কিংবা সহকারী হল সুপারের সাড়া পাওয়া যায়নি বলে ছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। অবশেষে অসহায় ছাত্রীরা সাহায্য প্রার্থনা করে ছাত্রদের হলে তাদের সহপাঠীদের কাছে মোবাইল ফোনে বিষয়টি জানালে সহপাঠী ছাত্ররা অন্য শিক্ষকদের মোবাইল ফোনে ঘটনা জানানোর পর কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র দল বেঁধে বেগম রোকেয়া ছাত্রী হলে আসেন। এরপর সন্ত্রীরা পালিয়ে যায়। তখন পর্যন্ত নাইটগার্ড ও হল সুপার কোনও কিছুই জানেন না। এ সম্পর্কে সহকারী হল সুপার ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক শাহানা শামসুদ্দিন জানান, সে সময় প্রচণ্ড বৃষ্টির কারণে তিনি কোন কিছুই বুঝতে পারেননি। পরে বিষয়টি জানার পর আহত ছাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করলেও এর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। এমনকি মেয়েটিকে কলেজের পক্ষ থেকে তেমন কোন সাহায্য-সহযোগিতা করাও হয়নি। চিকিৎসক জানিয়েছেন ওই ছাত্রীর হাতের রগ কেটে দেয়ায় তার হাত স্বাভাবিক কাজ করতে পারবে না।

আবাসিক ছাত্রীদের নিরাপত্তাহীনতা এবং ...

কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসের তিনটি ছাত্রী হলে প্রায় ১২শ' ছাত্রী গত এক বছর ধরে নিরাপত্তাহীনতার মাঝে বসবাস করছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় গত ৯ মাসে বিভিন্ন ছাত্রী হলে কয়েক দফা সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটল। ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, এ নিয়ে কলেজ ও হল কর্তৃপক্ষকে ছাত্রীরা একাধিকবার বলেও কোনও কাজ হয়নি। তারা জানায়, হামলাকারীরা প্রতিবারের ঘটনায় গভীর রাতে হলে প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে ছাত্রীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও স্বর্ণালঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। সন্ত্রাসীরা গত সেপ্টেম্বর মাসে বেগম রোকেয়া ছাত্রী হলের ডাইনিং রুমের সব জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়। জুলাই মাসের শেষে একইভাবে ওই ছাত্রী হলে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রবেশ করলে ছাত্রীরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে তারা পালিয়ে যায়। ছাত্রীদের অভিযোগ, ছাত্রী হলগুলোর চারদিকে পর্যাপ্ত আলো নেই, সব সময় অন্ধকার থাকে, নাইটগার্ডরা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করে না, এসব কারণে একের পর হলগুলোতে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটছে। একের পর এক এসব ঘটনা ঘটলেও অধ্যক্ষ কিংবা হল সুপার আজ পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। তাই অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ায় তারা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, নানা অজুহাতে এবং প্রকাশ্যে মেয়েদের মিছিল করার অপরাধে শিবিরের ক্যাডার বাহিনীর হাতে সাধারণ ছাত্রীরা নানাভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ গত ৬ নভেম্বর ছাত্র শিবিরের ক্যাডারদের হাতে নৃশংস হামলার শিকার হয় কলেজের ছাত্রীরা। রংপুরের মতো একটি উন্নত শহরে যদি মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে এত বাধা থাকে তাহলে আরও কম উন্নত বা মফস্বল শহরগুলোতে মেয়েদের ঠেকিয়ে রাখা সহজ হবে। তাই রংপুরের সচেতন মহল আশা করছেন কলেজছাত্রীদের ব্যাপারে গোটা দেশ সচেতন হবে।

প্রথমে কারমাইকেল কলেজের ছাত্রীদের ওপর হামলা হল, এবার বেগম রোকেয়া কলেজের ছাত্রীদের ওপর হামলা করল বিশেষ একটি চক্র, রংপুরের কলেজছাত্রীদের জীবন কি এমন নিরাপত্তাহীন হয়েই থাকবে?